



## নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (নোবিথিবি)

নোয়াখালী-৩৮১৪



৭২

বিশ্ববিদ্যালয়ের পারিবারিক বাসা (অস্থায়ী) বরাদ্দ নীতিমালা

(বিশ্ববিদ্যালয় আইনের ৩৬ (১) (য) ধারা অনুযায়ী)

ধারা-১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম- এই নীতিমালা "বিশ্ববিদ্যালয়ের পারিবারিক বাসা বরাদ্দ নীতিমালা- ১০২২" নামে অবহিত হবে।

ধারা-২। সংজ্ঞা- এ নীতিমালার বিষয়ের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকলে, এই নীতিমালা বর্ণিত শব্দসমূহের অর্থ নিম্নলিপি হবে-

- (ক) "বিশ্ববিদ্যালয়" বলতে নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় বুঝাবে;
- (খ) "বাসা" বলতে অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন পারিবারিক অস্থায়ী বাসস্থান বুঝাবে;
- (গ) "কর্তৃপক্ষ" বলতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যাসেলর কে বুঝাবে;
- (ঘ) "পরিবার" বলতে অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মরত শিক্ষক/কর্মকর্তা/কর্মচারীর সহিত একত্রে বসবাসরত এবং তাঁর উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল তাঁর স্বামী, স্ত্রী, সন্তানকে বুঝাবে এবং পিতা-মাতা, বোন, অপ্রাপ্তবয়ক ভাই, প্রাপ্তবয়ক ভাই (প্রতিবন্ধী) অন্তর্ভুক্ত হবে, যদি তাঁর তাঁর সাথে একত্রে বসবাস করে এবং সম্পূর্ণভাবে তাঁর উপর নির্ভরশীল হয়;
- (ঙ) "জ্যোষ্ঠতা" এই নীতিমালা অনুসূতে বাসা বরাদ্দের জন্য সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীগণের মধ্যে পারস্পরিক জ্যোষ্ঠতা বুঝাবে;
- (খ) "শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী" বলতে অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায়ী পদে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী বুঝাবে।

ধারা-৩। বাসা বরাদ্দ পাওয়ার সাধারণ নিয়মাবলী :

- ক) বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী বাসা বরাদ্দ পাওয়ার জন্য নির্ধারিত আবেদন ফরম-ক' পূরণ করে বাসা বরাদ্দ কমিটির সদস্য-সচিব এর নিকট জমা দিতে হবে।
- খ) নির্ধারিত ফরমে আবেদন পাওয়ার পর ফরমের তথ্য সংস্থাপন ও হিসাব পরিচালকের দণ্ডের এর মাধ্যমে যাচাই-বাচাই এর পর বাসা বরাদ্দ কমিটির সভা আহবান করা হবে। সভায় কমিটির সদস্য-সচিব একদিকে বরাদ্দযোগ্য বাসার তালিকা এবং অন্যদিকে প্রতিটি শ্রেণীর আবেদনকারীদের অর্জিত পয়েন্টের তালিকা (অর্জিত পয়েন্ট নিম্নগামী ক্রমে সাজানো) আলাদাভাবে উপস্থাপন করবেন।
- গ) বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল বাসস্থান একমাত্র আবেদনকারীর অর্জিত পয়েন্ট ও জ্যোষ্ঠতার ভিত্তিতে বাসা বরাদ্দ কমিটি কর্তৃক বরাদ্দের সুপারিশ করবেন এবং অবশিষ্টদেরকে অপেক্ষমান তালিকায় রাখবেন।
- ঘ) বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যাসেলর, প্রো-ভাইস চ্যাসেলর ও ট্রেজারার মহোদয়ের ক্ষেত্রে উপ-ধারা-০৩ প্রযোজ্য হবে না। প্রাধিকরণ অনুযায়ী তাঁরা বাসা বরাদ্দ পাওয়ার অধিকারী হবেন।
- ঙ) একই শ্রেণীর আবেদনকারীর অর্জিত পয়েন্ট সমান হলে সে ক্ষেত্রে তিনি জ্যোষ্ঠতা অনুযায়ী অগ্রাধিকার পাবেন।
- চ) কর্তৃপক্ষ বিশেষ বিভাগে চাকরীর কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেলায় (যাদের ক্যাম্পাসে বসবাস করা বা থাকা অত্যাবশ্যক) বিশেষ অবস্থায় ঐ পদে কর্মরত জন্য বাসা বরাদ্দ ধূদান করতে পারবেন। অবশ্য এ বিষয়ে বাসা বরাদ্দ কমিটির সভাপতিকে অবহিত করবেন।
- ছ) যদি স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকুরীজীবি হয় এবং এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসা বরাদ্দপ্রাপ্ত হয়ে বসবাস করেন, তাহা হলে তাহাদের মধ্যে যাহার নামে বাসা বরাদ্দ আছে তিনি যদি অবসর গ্রহণ/মৃত্যুবরণ করেন তবে অপরাজিত বাসার শ্রেণী অনুযায়ী মূল বেতনের নিরিখে একটি বাসা বরাদ্দ পাইবার অধিকারী হবেন। সেই ক্ষেত্রে তাঁকে ০৩(তিনি) মাসের মধ্যে বাসা বরাদ্দ কমিটির নিকট আবেদন করতে হবে এবং তাঁর আবেদনের ভিত্তিতে তাঁকে বাসা বরাদ্দ প্রদান করা যাবে।
- জ) বিশেষ ক্ষেত্রে প্রাপ্যতা শ্রেণী ছাড়া নিম্ন বেতন ক্ষেত্রে আবেদনকারীকে উচ্চশ্রেণীর বাসা ধরাদ্দ দেয়া যাবে যদি এই শ্রেণীর দাসার জন্য কোন আবেদনকারী না থাকে এবং দীর্ঘ দিন বাসা খালি অবস্থায় থাকে। তবে শর্ত থাকে যে,

*[Handwritten signatures of various officials]*

- (১) শিক্ষক/ কর্মকর্তাদের জন্য শ্রেণীভুক্ত বাসা কেবল শিক্ষক/কর্মকর্তাদের মধ্যে এবং কর্মচারীদের জন্য শ্রেণীভুক্ত বাসা কেবল কর্মচারীদের মধ্যে বরাদ্দ দেয়া যাবে।
- (২) কোন শিক্ষক বা কর্মকর্তা তাঁর জন্য নির্ধারিত শ্রেণীভুক্ত বাসার চেয়ে এক ধাপ উপরের শ্রেণীর বাসার জন্য আবেদন করতে পারবেন, যদি তাঁর জন্য নির্ধারিত বাসা খালি না থাকে।

ব) কোন শিক্ষক বা কর্মকর্তা তাঁর জন্য নির্ধারিত বাসার চেয়ে সর্বনিম্ন এক ধাপ নিম্নশ্রেণীর বাসা বরাদ্দের জন্য আবেদন করতে পারবেন। যদি তাঁর প্রাপ্যতা শ্রেণীভুক্ত কোন বাসা খালি না থাকে।

গ) বাসা বদলের ক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট শ্রেণীতে অনধিক দুইবার পর্যন্ত বাসা পরিবর্তন করা যাবে।

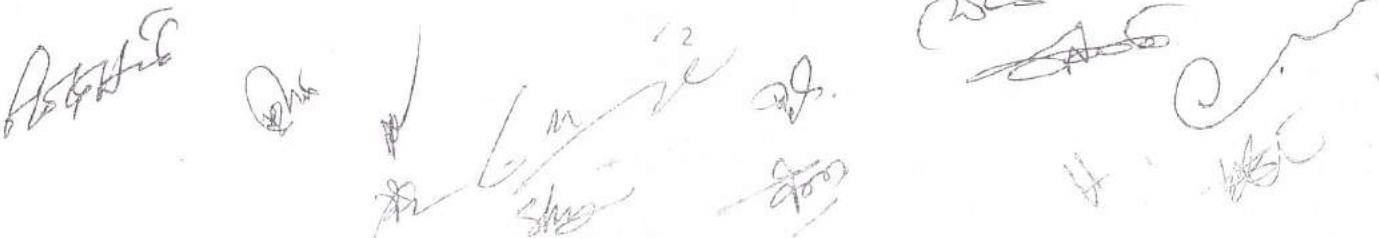
#### ধারা-৪। ক) বিদ্যমান বাসার শ্রেণী বিন্যাসঃ

বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্প্রতি নির্মিত বাসাসমূহ যথাক্রমে- হাউজ টিউটর ও প্রভোস্ট কোয়ার্টার্স, শিক্ষক-কর্মকর্তা কোয়ার্টার্স, কর্মচারী কোয়ার্টার্স সরকারি আবাসন পরিদণ্ডের আওতাধীন আবাসন সমূহের আয়তন অনুযায়ী নির্মাণ করা হয়নি। তাই সরকারি নিয়মানুযায়ী জাতীয় বেতন বিন্যাসের ত্ত্বের বিপরীতে প্রাপ্য ফ্ল্যাট/বাসার আয়তন নির্মিত বাসা সমূহে কম আছে। এমতাবছায় বিদ্যমান আবাসিক বাসাসমূহের শ্রেণীবিন্যাস এবং কোন শ্রেণীর চাকরীজীবি কোন শ্রেণীর বাসা বরাদ্দ প্রাপ্তির অধিকারী হবেন তা নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

বাসার শ্রেণী	বিদ্যমান বাসার আয়তন ও ফ্ল্যাট সংখ্যা	ভবনসমূহ	প্রাপ্যতা	বেতন ক্ষেত্র ২০১৫ অনুযায়ী ছেড়ে
সুপুরিয়র-০১	-	ভাইস-চ্যাসেল ভবন	ভাইস-চ্যাসেল	-
সুপুরিয়র-০২	-	প্রো-ভাইস চ্যাসেল ভবন	প্রো-ভাইস চ্যাসেল	-
সুপুরিয়র-০৩	-	ট্রেজারার ভবন	ট্রেজারার	-
“এ” টাইপ (ইউনিট-এ)	১৮৮৬ ব:ফু: (মেঝের আয়তন ১৬৯৪ ব:ফু:) ফ্ল্যাট-৯টি	হাউজ টিউটর ও প্রভোস্ট কোয়ার্টার্স	অধ্যাপক (০১ ও ০২নং ছেড়ে), প্রফ্টের ও প্রভোস্ট	-
“বি” টাইপ (ইউনিট-বি এবং সি)	১০৪৯ ব:ফু: (মেঝের আয়তন ৮৫৭ ব:ফু:) ফ্ল্যাট-১৮টি	হাউজ টিউটর ও প্রভোস্ট কোয়ার্টার্স	সহকারী প্রফ্টের ও সহকারী প্রভোস্ট	-
“সি” টাইপ (ইউনিট- এ,বি,সি,ডি)	১৫৩০ ব:ফু: (মেঝের আয়তন ১৩৫৮ ব:ফু:) ফ্ল্যাট-৩৬ টি	শিক্ষক-কর্মকর্তা কোয়ার্টার্স	অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক (ইউনিট “এ” এবং “বি”-১৮টি ফ্ল্যাট) ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তা (ইউনিট “সি” এবং “ডি”-১৮টি ফ্ল্যাট)	০৩ থেকে ০৫ ছেড়ে পর্যন্ত শিক্ষক ০১ থেকে ০৫ ছেড়ে পর্যন্ত কর্মকর্তা
“ডি” টাইপ (ইউনিট- ই,এফ,জি,এইচ)	১৪৭২ ব:ফু: (মেঝের আয়তন ১৩০৫ ব:ফু:) ফ্ল্যাট-৩৬ টি	শিক্ষক-কর্মকর্তা কোয়ার্টার্স	সহকারী অধ্যাপক ও প্রভাষক (ইউনিট “ই” এবং “এফ”-১৮টি ফ্ল্যাট) ১ম ও ২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা (ইউনিট “জি” এবং “এইচ”-১৮টি ফ্ল্যাট)	০৬ থেকে ০৯ ছেড়ে পর্যন্ত শিক্ষক ০৬ থেকে ১০ ছেড়ে পর্যন্ত কর্মকর্তা
“ই” টাইপ (ইউনিট-এ,বি)	৭৭০ ব:ফু: (মেঝের আয়তন ৬২১ ব:ফু:) ফ্ল্যাট-১৮টি	কর্মচারী কোয়ার্টার্স	৩য় শ্রেণীর কর্মচারী	১১-১৫ ছেড়ে পর্যন্ত
“এফ” টাইপ (ইউনিট-ই, এফ)	৬৭২ ব:ফু: (মেঝের আয়তন ৫২৩ ব:ফু:) ফ্ল্যাট-১৮টি	কর্মচারী কোয়ার্টার্স	৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী	১৬ থেকে ১৮ ছেড়ে পর্যন্ত
“জি” টাইপ (ইউনিট-সি, ডি)	৬১২ ব:ফু: (মেঝের আয়তন ৪৬৩ ব:ফু:) ফ্ল্যাট-১৮টি	কর্মচারী কোয়ার্টার্স	৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী	১৯ থেকে ২০ ছেড়ে পর্যন্ত

৪.৬) অর্জিত পয়েন্ট গণনা পদ্ধতি:

বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসস্থান বরাদ্দ পাইতে আগ্রহী শিক্ষক/কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে তাদের দ্ব-ব শ্রেণীর জন্য অনুসৃত নিম্নরূপ নিয়ামে একটি নির্ধারিত তারিখের (সভার তারিখ) অর্জিত মোট পয়েন্ট গণনা করতে হবে।



$$\text{এন} = \frac{\text{এস}}{১০০} + \frac{\text{টি}}{১০} + \text{এম}$$

98

व्याख्या०

এন = নির্ধারিত তারিখের মোট অর্জিত পয়েন্ট।

এস = নির্ধারিত তারিখের প্রাপ্ত মূল বেতন।

টি = শিক্ষক/কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ধারা- ০৭ অন্যায়ী মোট চাকরীকালের মাস। (অগোক্ষ মাসকে পুরো মাস হিসাবে গণনা করতে হবে)

এম = বৈবাহিক অবস্থা বিবাহিত আবেদনকারীদের জন্য ০৫ (পাঁচ) পয়েন্ট এবং অবিবাহিত আবেদনকারীদের জন্য ০২ (দুই) পয়েন্ট।

**উদাহরণ:** একজন ১ম গ্রেডের শিক্ষক/কর্মকর্তার ০২ বছর ০৬ মাস (৩০ মাস) পর মূল বেতন হবে ২৫,৪৮০ টাকা। তখন তার অর্জিত পয়েন্ট হবে **নিম্নরূপ**-

$$\text{এন} = \frac{25,480}{100} + \frac{30}{10} + 2 \text{ (অবিবাহিত)} = 254.80 + 3 + 2 = 259.80 \text{ প্রেসেন্ট।}$$

ধারা-৫। বাসা বরাদ্দ কমিটি গঠন ও তাঁর দায়িত্ব :

- ক) বাসা বরাদ্দের জন্য ০৫ (পাঁচ) সদস্যের একটি কমিটি কাজ করবে যা উপধারা-জ' কর্তৃক গঠিত হবে।

খ) বাসা বরাদ্দ কমিটির মেয়াদ দুই বছর হবে।

গ) বাসা বরাদ্দ কমিটি আবেদন প্রাপ্তি এবং বাসা খালি সাপেক্ষে প্রতি ত্রৈমাসিক সভায় মিলিত হবেন।

ঘ) যদি একাধিক আবেদনপত্র না থাকে এবং বাসা খালি থাকে তা হলে কর্তৃপক্ষ ইচ্ছা করলে বাসার শ্রেণীর প্রাপ্ত্যতা অনুযায়ী বাসা বরাদ্দ প্রদান করতে পারবেন। তবে পরবর্তীতে বাসা বরাদ্দ কমিটির অনুষ্ঠিত সভায় উহা অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করবেন।

ঙ) কমিটি এই নীতিমালা অনুযায়ী অর্জিত পয়েন্ট গণনা করে সভায় উপস্থাপন করবেন।

চ) বাসা বরাদ্দ কমিটি এই নীতিমালা অনুযায়ী বাসা বরাদ্দের সুপারিশ করবেন।

ছ) কমিটি প্রতি সভায় প্রকৃত অবস্থানকারীর সত্যতা যাচাই করবেন এবং কেন্দ্রীয় ব্যতয় থাকিলে তাদের নাম কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করবেন।

জ) "বাসা বরাদ্দ কমিটি" নিম্নোক্তভাবে গঠিত হবে।

  - ১। সভাপতি : জ্যেষ্ঠ ডীন (মেয়াদকাল)।
  - ২। সদস্য : (ক) সভাপতি, শিক্ষক সমিতি।  
(খ) সভাপতি, অফিসার্স এসোসিয়েশন।  
(গ) জ্যেষ্ঠ নির্বাহী প্রকৌশলী (সিভিল)।
  - ৩। সদস্য-সচিব : ডেপুটি রেজিস্ট্রার, এস্টেট এন্ড হাউজিং শাখা, রেজিস্ট্রার দপ্তর।

1999-2000

## ধারা-৬। জ্যোষ্ঠতা নির্ধারণ :

- ক) প্রেত অনুযায়ী জ্যোষ্ঠতা নির্ধারণ করা হবে।

খ) যদি একাধিক আবেদনকারীর বর্তমান পদে যোগদানের তারিখ একই হয় সেক্ষেত্রে পূর্বের পদের যোগদানের তারিখকে জ্যোষ্ঠতার ভিত্তি হিসেবে ধরতে হবে।

গ) একাধিক আবেদনকারীর নিম্নপদগুলোতে ধারাবাহিক নির্যাগের তারিখ একই হলে সে ক্ষেত্রে আবেদনকারীগণের চাকরীর দৈর্ঘ্যের ভিত্তিতে বাসা বরাদের জ্যোষ্ঠতা নির্ধারণ করা হবে। চাকরীর দৈর্ঘ্য হিসাবের জন্য ধারা-৭ এ বিবৃত আছে।

ঘ) যদি একাধিক আবেদনকারীর চাকরীর দৈর্ঘ্য একই হয় সেক্ষেত্রে যিনি উচ্চতর বেতন প্রাপ্ত করেন তিনি জ্যোষ্ঠতর বিবেচিত হবেন।

ঙ) চাকরীর দৈর্ঘ্য এবং বেতন সমান হলে বয়োজ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে জ্যোষ্ঠতা নির্ধারণ করা হবে।

চ) উপর্যুক্ত পদ্ধতিতে জ্যোষ্ঠতা নির্ধারণ সম্ভব না হলে কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে চড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিবেন।

ধারা-৭। চাকরীর দৈর্ঘ্যে হিসাব নিষ্পত্তি

- (ক) বিশ্ববিদ্যালয়ের রিজেন্ট বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত পৈশশনযোগ্য অতীত চাকরীকালসহ বিশ্ববিদ্যালয়-এর মোট চাকরীকাল গণনা করতে হবে।

(খ) যে সকল আবেদনকারী ইতোপূর্বে অন্য প্রতিষ্ঠানে পৈশশন যোগ্য চাকরী করেছেন এবং তাঁর ছাত্র চাকরীকে উচ্চতর পদের যোগ্যতা হিসাবে অঙ্গ করে নিয়োগদান করা হয়েছে সে ক্ষেত্রে তাঁকে উচ্চতর পদের যোগ্যতার জন্য প্রযোজনীয় সর্বনিম্ন কালকে চাকরীকাল হিসাবে গণ্য করে চাকরীর দৈর্ঘ্য নির্ণয় করা হবে।

### ধারা-৮ ক)। বাসা বরাদ্দ প্রদান :

জমাকৃত আবেদন পত্রসমূহ এবং অপেক্ষমান তালিকা কমিটি সভার তারিখে পর্যালোচনা করে নীতিমালা অনুযায়ী অর্জিত পয়েন্টের ভিত্তিতে আবেদনকারীকে বাসা বরাদ্দ দেয়ার জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট সুপারিশ করবেন। কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে রেজিস্ট্রার দণ্ডের হতে বাসা বরাদ্দের অফিস আদেশ প্রদান করা হবে।

### ধারা-৮ খ)। বাসা বরাদ্দ প্রদান (হাউজ টিউটর ও প্রভোস্ট কোয়ার্টার্স) :

- ১) প্রক্টর, প্রভোস্ট, সহকারী প্রক্টর ও সহকারী প্রভোস্ট এর দায়িত্বে নিয়োজিত শিক্ষকগণ প্রাপ্য শ্রেণীর বাসা বরাদ্দ প্রদানের জন্য ফরম-'ক' আবেদন করবেন। আবেদনের প্রেক্ষিতে বাসা বরাদ্দ কমিটি আবেদনগুলো পর্যালোচনা করে দায়িত্ব ধারকালীন সময় পর্যন্ত বাসা বরাদ্দ দেয়ার জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট সুপারিশ করবেন। কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে রেজিস্ট্রার দণ্ডের হতে বাসা বরাদ্দের আদেশ প্রদান করা হবে।
- ২) দায়িত্ব শেষ হওয়ার পর কমপক্ষে ১৫ (পনের) কর্ম দিবসের মধ্যে তিনি কর্তৃপক্ষের নিকট বাসা বরাদ্দ বাতিল ও প্রাপ্যতা অনুযায়ী নতুন বাসা বরাদ্দের জন্য আবেদন করবেন।
- ৩) তাঁর নামে বরাদ্দকৃত বাসা বাতিলের পর তিনি ০২ (দুই) মাসের মধ্যে কর্তৃপক্ষের নিকট বাসার দখল বুঝিয়ে দিবেন এবং বাসা খালি থাকা সাপেক্ষে নতুন বরাদ্দকৃত বাসায় ছানাত্তরিত হবেন।
- ৪) হাউজ টিউটর ও প্রভোস্ট কোয়ার্টার্স এর বরাদ্দকৃত বাসা বাতিলের পর তিনি তাঁর প্রাপ্য শ্রেণী অনুযায়ী বাসা বরাদ্দের জন্য বাসা বরাদ্দ কমিটির নিকট আবেদন করবেন এবং কমিটি তাঁকে অংশাধিকার ভিত্তিতে বাসা বরাদ্দ দেয়ার জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট সুপারিশ করবেন।

### ধারা-৯। বাসার দখল গ্রহণ :

বাসা বরাদ্দ আদেশ প্রাপ্তির ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে বাসা বরাদ্দ কমিটির সদস্য-সচিব এর নিকট হতে বরাদ্দ গ্রহীতা বাসার দখল বুঝে নিবেন এবং পরিকল্পনা উন্নয়ন ও ওয়ার্কস দফতরের সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীর সহযোগিতায় বাসার সকল সরঞ্জামাদি এবং ফিটিংস বুঝে পাওয়ার পর নির্দিষ্ট ফরম (অঙ্গীকারনামা) প্ররুণ করে জমা দিবেন। বরাদ্দ প্রাপ্ত শিক্ষক/কর্মকর্তা/কর্মচারী বাসা বুঝে নিতে ব্যর্থ হলে ৮ম দিন বাসা বরাদ্দ বাতিল বলে গণ্য হবে।

### ধারা-১০। বাসার দখল হস্তান্তর :

- (ক) বাসা বাতিল করতে হলে কমপক্ষে ৭ (সাত) কর্ম দিবস পূর্বে রেজিস্ট্রার বরাবর আবেদন করতে হবে।
- (খ) কর্তৃপক্ষ আবেদন পত্রটি বাসা বরাদ্দ কমিটির সভাপতির নিকট বাসাটির দখল হস্তান্তর বুঝে নেওয়ার জন্য প্রেরণ করবেন।
- (গ) বরাদ্দপ্রাপ্ত শিক্ষক/কর্মকর্তা/কর্মচারী বাসা বরাদ্দ কমিটির সদস্য-সচিবের নিকট বাসার দখল বুঝিয়ে দিবেন।
- (ঘ) বাসা বরাদ্দ কমিটির সদস্য-সচিবের মাধ্যমে বাসাটি বুঝিয়ে দেয়ার পর কর্তৃপক্ষ বাসাটির বরাদ্দ বাতিল চুড়ান্ত করবেন।

### ধারা-১১। কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বরাদ্দ বাতিলকরণ :

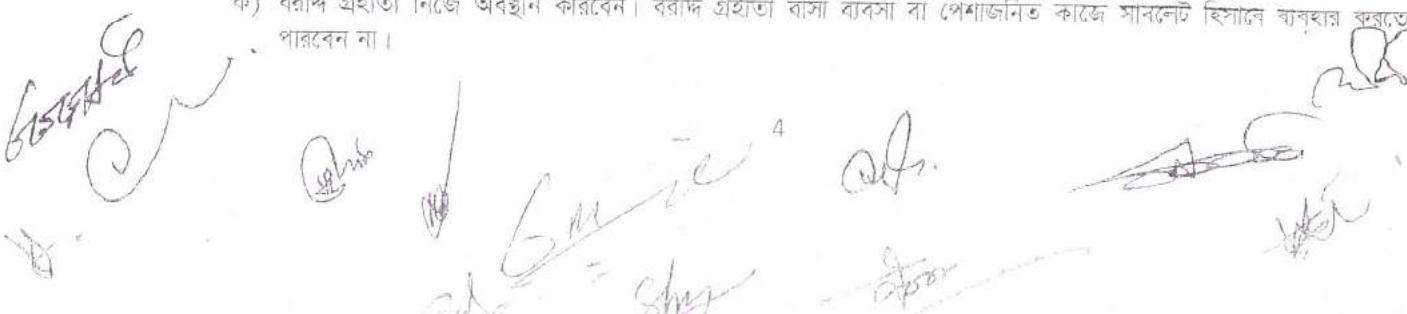
- (ক) কোন শিক্ষক/কর্মকর্তা/কর্মচারীর অনুকূলে প্রদত্ত বাসা অন্য কারো কাছে বরাদ্দ হস্তান্তরযোগ্য নয়। যদি কোন শিক্ষক/কর্মকর্তা/কর্মচারীর বা তাঁর পরিবার তাঁর নামে বরাদ্দকৃত বাসায় সাধারণভাবে বসবাস না করেন, তা হলে উক্ত বাসার বরাদ্দ বাতিলযোগ্য হবে।
- (খ) একজন বরাদ্দ গ্রহীতা এবং তাঁর পরিবারের সদস্যগণ উপন্দুব সৃষ্টিকারী সকল কার্যকলাপ হতে বিরত থাকবেন। যদি তাঁর আচরণ বা তাঁর পরিবার কোন সমস্যার সৃষ্টি করে, তাহলে কর্তৃপক্ষ তাঁর বরাদ্দ বাতিল করতে পারবেন বা তাঁকে অন্য কোন বাসায় ছানাত্তর করতে পারবেন।
- (গ) বরাদ্দ গ্রহীতা গৃহপালিত পশু (গরু, মহিষ, ভেড়া, ছাগল, কুকুর, বিড়াল, খরগোশ, হরিণ, হাঁস, মূরগী ইত্যাদি) বা কোন পাখি পালন করতে পারবেন না। এই আইন অমান্য করলে কর্তৃপক্ষ কোন কারণ দর্শনে নেটিংশ ছাড়া উক্ত বাসার বরাদ্দ বাতিল করতে পারবেন।

### ধারা-১২। সমর্থোত্তামূলক বদল :

দু'জন বরাদ্দ গ্রহীতা পারিপ্রক সমর্থোত্তার মাধ্যমে বাসা বদল করতে পারবেন না; বদল করা হলে নিয়ম ভদ্রের কারণে উভয়ের নামে বরাদ্দকৃত বাসা বাতিলযোগ্য হবে।

### ধারা-১৩। সাবলেটিং :

- ক) বরাদ্দ গ্রহীতা নিজে অবস্থান করিবেন। বরাদ্দ গ্রহীতা বাসা ব্যবসা বা পেশাজনিত কাজে সাবলেট হিসাবে ব্যবহার করতে পারবেন না।



- খ) কোন বৰাদ্দ গ্ৰহীতা বাসা ব্যবসা বা পেশাজনিত কাজে সাবলেট প্ৰদান কৰেছেন মৰ্মে প্ৰমাণ পাওয়া গৱেষণাৰ কৰ্তৃপক্ষ বৰাদ্দ বাতিল কৰতে পাৰবেন এবং উক্ত বৰাদ্দ গ্ৰহীতাৰ বিৱৰণে আচরণ বিধিমালাৰ আওতায় শৃঙ্খলা ভদ্ৰে জন্য শাস্তিমূলক কাৰ্যকৰ্ত্তম গ্ৰহণ কৰবেন।
- গ) ব্যবসা বা পেশাজনিত কাজে সাবলেট প্ৰদানেৰ দায়ে দেৱী কোন বৰাদ্দ গ্ৰহীতা বাসা প্ৰত্যৰ্পণেৰ তাৰিখ হতে পৱনৰ্বৰ্তী ছয় মাস পৰ্যন্ত বাসা বৰাদ্দ লাভেৰ অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

ধাৰা-১৪। অনুমোদন ব্যতিত বৰাদ্দপ্ৰাণ বাসাৰ কাঠামোগত পৱিবৰ্তন সাধন :

কোন শিক্ষক/কৰ্মকৰ্ত্তা/কৰ্মচাৰী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষেৰ অনুমোদন ব্যতিৱেকে নিজ নামে বৰাদ্দপ্ৰাণ বাসায় কোন পৱিবৰ্তন সাধন কৰলে অথবা এতে কোন নতুন কাঠামো তৈৱী বা ছাপন কৰলে অথবা এৰ কোন অংশ ভেদে ফেললে বিশ্ববিদ্যালয়ৰে অফিস কৰ্তৃক সুপারিশকৃত ক্ষতিপূৰণ কৰ্তৃপক্ষ আদায়েৰ ব্যবহাৰ কৰবেন। প্ৰয়োজনে তাৰ বেতন বিল/অবসৱ ভাতা/সাধাৰণ ভবিষ্য তহবিল হতে উক্ত অৰ্থ কৰ্তন কৰতে পাৰবেন।

ধাৰা-১৫। ডেপুটেশনে থাকা শিক্ষক/কৰ্মকৰ্ত্তাৰ বাসা দখলে রাখা :

বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কোন শিক্ষক/কৰ্মকৰ্ত্তা/ডেপুটেশনে (প্ৰেৰণে) থাকলে তাৰ নামে বৰাদ্দকৃত বাসা ৩ (তিনি) মাস পৰ্যন্ত দখলে রাখতে পাৰবেন। অবশ্য পৱিবাৰকে রাখতে বাধ্য হলে বা ছেলে মেয়েদেৰ লেখা পড়া অথবা অন্য কোন ঘৌষিক কাৱণে বাসা রাখাৰ প্ৰয়োজন পড়লে কৰ্তৃপক্ষেৰ অনুমোদনক্ষেত্ৰে সৰ্বোচ্চ এক বছৰ পৰ্যন্ত বৰাদ্দকৃত বাসা দখলে রাখতে পাৰবেন। এ ফেতে নিয়মানুযায়ী বাসা ভাড়া ও অন্যান্য বিল পৱিশোধ কৰবেন।

ধাৰা-১৬। লিয়েনে গমনকাৰী কোন শিক্ষক/কৰ্মকৰ্ত্তাৰ বাসা প্ৰাপ্তি :

লিয়েনে গমনকাৰী কোন শিক্ষক/কৰ্মকৰ্ত্তা তাৰ নামে বৰাদ্দকৃত বাসা ৬ (ছয়) মাস দখলে রাখতে পাৰবেন। ছেলে মেয়েদেৰ লেখা পড়া বা অন্য কোন ঘৌষিক কাৱণে বাসা রাখাৰ প্ৰয়োজন পড়লে কৰ্তৃপক্ষেৰ অনুমোদনক্ষেত্ৰে সৰ্বোচ্চ এক বছৰ বৰাদ্দকৃত বাসা দখলে রাখতে পাৰবেন। নিয়মানুযায়ী বাসা ভাড়া ও অন্যান্য বিল পৱিশোধ কৰবেন।

ধাৰা-১৭। অবসৱপ্ৰাণ ব্যক্তিৰ পক্ষে বাসা দখলে রাখা :

বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কোন অবসৱপ্ৰাণ শিক্ষক/কৰ্মকৰ্ত্তা/কৰ্মচাৰী তাৰ পি.আৱ.এল. সমাপ্তেৰ পৱ হতে কৰ্তৃপক্ষেৰ অনুমোদনক্ষেত্ৰে ৩ (তিনি) মাস বাসা দখলে রাখতে পাৰবেন। ছেলে মেয়েদেৰ লেখা পড়া বা অন্য কোন ঘৌষিক কাৱণে বাসা রাখাৰ প্ৰয়োজন পড়লে কৰ্তৃপক্ষেৰ অনুমোদনক্ষেত্ৰে সৰ্বোচ্চ ০৬ মাস পৰ্যন্ত বৰাদ্দকৃত বাসা দখলে রাখতে পাৰবেন। অবসৱে যাওয়াৰ পূৰ্বে যে শ্ৰেণীৰ বাসায় যে হারে বাসা ভাড়া কৰ্তন কৰা হতো উক্ত সময়ে তিনি সে হারেৰ হিণ্ঠন বাসা ভাড়া পৱিশোধ কৰবেন। তা না হলে উক্ত ভাড়াৰ টাকা তাৰ অবসৱ ভাতা / সাধাৰণ ভবিষ্য তহবিল হতে সময় কৰা হবে।

ধাৰা-১৮। শিক্ষা ছুটিতে গমনকাৰীৰ পক্ষে বাসা দখলে রাখা :

শিক্ষা ছুটিতে গমনকাৰী কোন শিক্ষক/কৰ্মকৰ্ত্তা ছুটিতে গমনেৰ তাৰিখ হতে ৬ (ছয়) মাস পৰ্যন্ত বাসা দখলে রাখতে পাৰবেন। অবশ্য তাৰ সন্তানদেৰ লেখাপড়াৰ/পারিবাৰিক কাৱণে বৰাদ্দ বহাল রাখা একান্ত আবশ্যকীয় প্ৰতীয়মান হলে কৰ্তৃপক্ষেৰ অনুমোদনক্ষেত্ৰে বাসা দখলে রাখতে পাৰবেন। উক্ত সময় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নিয়মানুসাৰে বাসা ভাড়া ও অন্যান্য বিল কৰ্তন কৰা হবে। অবশ্য বিনা বেতনে উচ্চ শিক্ষায় গমন কৰে উক্ত সময়ে জন্য বাসা দখলে রাখলে বাসা ভাড়া ও অন্যান্য বিল পৱিশোধ কৰবেন।

ধাৰা-১৯। পদত্যাগ/অপসারণ/চাকৰীচূতি ইত্যাদি কাৱণে বাসা দখলে রাখা :

বৰাদ্দ গ্ৰহীতাৰ চাকৰী হতে পদত্যাগ, অপসারণ, চাকৰীচূতি, এৱে ঘটনাৰ দুই মাসেৰ মধ্যে বাসাৰ দখল হস্তান্তৰ কৰাতে হবে। তবে শৰ্ত থাকে যে, উক্ত ২ (দুই) মাসেৰ জন্য পদত্যাগ, অপসারণ বা চাকৰীচূতিৰ পূৰ্ব মাদেৰ বাসা ভাড়াৰ সমপৰিমাণ টাকা প্ৰতোক মাসে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নিয়মানুযায়ী হিসাব পারিচালক দফতৰে অধিম জমা দিবেন।

কোন বৰাদ্দ গ্ৰহীতা, চাকৰি হতে অপসারিত, চাকৰীচূতি বা বাধ্যতামূলক অবসৱপ্ৰাণ হওয়াৰ পৱ উপযুক্ত কৰ্তৃপক্ষেৰ নিকট সংশ্লিষ্ট বিধি মোতাবেক চাকৰি হতে অপসারিত, চাকৰীচূতি বা বাধ্যতামূলক অবসৱ প্ৰদানেৰ আদেশৰে বিৱৰণে আপিল দায়েৰ কৰলে উক্ত আপিল নিষ্পত্তি না হওয়া পৰ্যন্ত অথবা ছয় মাস, দুয়োৱ মধ্যে যা কম, উক্ত সময় পৰ্যন্ত নিয়মানুযায়ী বাসা ভাড়া ও অন্যান্য বিল প্ৰদানেৰ ভিত্তিতে বাসা দখলে রাখতে পাৰবেন।

১০৮

১০৯

১১০

ধারা-২০। চাকরীরত অবস্থায় মৃত্যুজনিত কারণে বাসা দখলে রাখা :

বরাদ্দ গ্রহীতা মৃত্যুবরণ করলে, সাধারণ তাবে হয় মাস অতিবাহিত হওয়ার পর বরাদ্দ গ্রহীতার বিধবা স্ত্রী বাসা খালি করে দিবেন। যদি মৃত ব্যক্তি কোন সভান রেখে যান এবং তাদের নিজৰ কোন পর্যাণ আয়ের উৎস না থাকে, আবেদনের পরিশ্রেণিতে কর্তৃপক্ষ তাদেরকে বরাদ্দ গ্রহীতার মৃত্যুর তারিখ হতে ২ (দুই) বৎসর পর্যন্ত বাসা দখল রাখার অনুমতি প্রদান করতে পারবেন। উক্ত বাসার ভাড়া, বিদ্যুৎ, পানি, টেলিফোন, গ্যাস ইত্যাদির বিল উক্ত পরিবার পরিশোধ করবেন। তবে প্রয়োজনে উক্ত পরিবারকে স্বল্প পরিসরের বাসায় স্থানান্তরের ক্ষমতা কর্তৃপক্ষের থাকবে।

বরাদ্দ গ্রহীতার মৃত্যুর কারণে পূর্ব হতে একই বাসায় ঘোথ পরিবার হিসেবে বসবাসকারী মৃতের পিতার বা মাতা বা পুত্র অথবা অবিবাহিত কন্যা বা স্বামী বা স্ত্রীর অনুকূলে উক্ত বাসা বরাদ্দ দেয়া যাবে, যদি তিনি এ বিধিমালার অন্যান্য বিধান অনুসারে বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরীজীবি হিসেবে সংশ্লিষ্ট শ্রেণীর বাসা বরাদ্দ পাওয়ার প্রাপ্ত হন।

ধারা-২১। মেডিকেল ছুটি/অর্জিত ছুটি/সাবাটিক্যাল/বিশেষ ছুটিতে থাকাকালীন বাসা দখলে রাখা :

মেডিকেল ছুটি/অর্জিত ছুটি/সাবাটিক্যাল/বিশেষ ছুটি প্রাপ্ত কোন শিক্ষক/কর্মকর্তা/কর্মচারীর অনুপস্থিতিতে তাঁর বরাদ্দপ্রাপ্ত বাসা তাঁর পরিবার বসবাস করার শর্তে তিনি বরাদ্দপ্রাপ্ত বাসাটি ছুটিকালীন সময়ের জন্য নিজ দখলে রাখতে পারবেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুযায়ী বাড়ি ভাড়া কর্তৃত করা হবে।

ধারা-২২। শিক্ষা ছুটি/লিয়েন/ডেপুটেশন (প্রেষণে)/ মেডিকেল ছুটি থাকা অবস্থায় বাসা বরাদের আবেদন :

শিক্ষা ছুটি/লিয়েন/ডেপুটেশন (প্রেষণে)/ মেডিকেল ছুটি -এ থাকা অবস্থায় কেউ বাসা বরাদের জন্য আবেদন করতে পারবেন না। তবে ছুটি শেষে যোগদান মাসের পূর্ব মাসে আবেদন করতে পারবেন। এরপ ক্ষেত্রে যোগদানের মাসে যোগদান না করলে বাসা বরাদের আবেদন বাতিল বলে গণ্য হবে।

ধারা- ২৩ বিনা বেতনে ছুটি/ সাময়িক বরাখাস্ত থাকাকালীন বাসা দখলে রাখা :

ক) বরাদ্দ গ্রহীতা যদি বিনা বেতনে/সাময়িক বরাখাস্ত থাকে সেক্ষেত্রে তিনি বিনা বেতনে/সাময়িক বরাখাস্ত থাকার পূর্ব মাসের বাসা ভাড়ার সম্পরিমান টাকা প্রত্যেক মাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুযায়ী হিসাব পরিচালক দফতরে অঙ্গীকৃত জমা দিবেন এবং নিয়ম অনুযায়ী অন্যান্য ইউটিলিটিস বিল পরিশোধ করবেন।

খ) বরাদ্দ গ্রহীতা যদি বিনা বেতনে/সাময়িক বরাখাস্ত আদেশের বিরুদ্ধে আপিল দায়ের করলে উক্ত আপিল নিষ্পত্তি না হওয়ার পর্যন্ত নিয়মানুযায়ী বাসা ভাড়া ও অন্যান্য বিল প্রদানের ভিত্তিতে বাসা দখলে রাখতে পারবেন।

ধারা-২৪। বাসা ভাড়া কর্তৃত :

বিশ্ববিদ্যালয়ে যে সকল শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী বাসস্থান প্রাপ্ত হন সে সকল শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীর ক্ষেত্রে বাসা ভাড়া কর্তৃতের হার নিম্নরূপ হবে-

- ক) যে সকল শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নামে বাসা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে তাঁদের বেতন বিল হতে নির্ধারিত হারে বা সময় সময় জারিকৃত সরকারি বিধি অনুযায়ী মাসিক বেতন বিল থেকে বাড়ি ভাড়া কর্তৃত করা হবে।
- খ) উপাচার্য, উপ-উপাচার্য ও কোমাধ্যক্ষ মহোদয়ের বরাদ্দকৃত বাসার বাড়ি ভাড়া সরকারি বিধি অনুযায়ী মাসিক বেতন বিল থেকে কর্তৃত করা হবে।
- গ) বাসা বরাদের আদেশ মাসের ১ম তারিখ থেকে কার্যকর হবে এবং বাসা বরাদের আদেশ বিবেচনা করে বাড়ি ভাড়া কর্তৃত করা হবে।
- ঘ) অনুমোদন ব্যতীত যদি কোন শিক্ষক/কর্মকর্তা ও কর্মচারী বাসায় অবস্থান করেন তাহলে সেক্ষেত্রে ঐ শ্রেণীর জমা নির্ধারিত বেতন ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ধাপের জন্য নির্দিষ্ট বাড়ি ভাড়া আদায় করতে হবে।
- ঙ) শিক্ষা ছুটি/লিয়েন/ডেপুটেশন (প্রেষণে)/মেডিকেল ছুটি/অন্যান্য বিশেষ ছুটিতে থাকাকালীন শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীর পক্ষে কেবল ভাড়া পরিশোধ করিবে (নিজে অথবা মনেনীত প্রতিনিধি) তাহা বাসা বরাদ্দ কমিটির সভাপতিকে অবহিত করতে হবে। উক্ত শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে অথবা তাহার মনেনীত প্রতিনিধির মাধ্যমে নিয়মিত বাসা ভাড়া পরিশোধ করতে হবে। একাদিক্রমে ৬ (ছয়) মাস ভাড়া ও ইউটিলিটিস বিল অনাদায়ী থাকলে কর্তৃপক্ষ উক্ত বাসা বরাদ্দ বাতিল করতে পারবেন।

বিনা

বিনা

১  
১

১  
১

১  
১

১  
১

৭৬

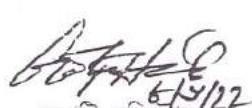
- চ) বরাদ্দকৃত বাসা/ফ্ল্যাটের ব্যবহৃত বিদ্যুৎ বিল, গ্যাস বিল, পানির বিল, ইন্টারনেট বিলসহ অন্যান্য সকল ইউটিলিটিস বিল (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) নিয়মিত পরিশোধ করতে হবে। উক্ত বিল পরিকল্পনা উন্নয়ন ও গৃহকর্ম দফতর (ডিপিডি) কর্তৃক প্রস্তুত পূর্বক বরাদ্দ প্রাপ্ত শিক্ষক/কর্মকর্তা/কর্মচারীর নিকট বিল প্রেরণ করবেন। তাঁরা উক্ত বিল বিশ্ববিদ্যালয় তথ্যবিলে জারি করে জমার প্রমাণক ডিপিডি অফিসে প্রেরণ করবেন। পরবর্তীতে ডিপিডি অফিস প্রতি মাসে আদায়কৃত বিলের টপশীট (ব্যবহারকারীর নাম ও পদবীসহ) হিসাব পরিচালক দফতর এবং বাসা বরাদ্দ কমিটি সদস্য-সচিবের নিকট প্রেরণ করবেন। উল্লেখ্য, ইউটিলিটিস বিলসমূহ পরিশোধের ক্ষেত্রে প্রি-পেইড সিস্টেম চালু হলে সরাসরি বরাদ্দ প্রাপ্ত শিক্ষক/কর্মকর্তা/কর্মচারী প্রি-পেইডের মাধ্যমে বিল সমূহ পরিশোধ করবে।
- ছ) বাসা ভাড়া কর্তনের বিষয়ে সরকার/বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মন্ত্রী কমিশন (ইউজিসি) কর্তৃক সময় সময় জারিকৃত প্রজ্ঞাপন/নির্দেশনা কার্যকর বলে গণ্য হবে।

ধারা-২৫। কোয়ার্টার সংলগ্ন গ্যারেজ বরাদ্দ :

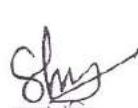
- (ক) কোয়ার্টারে বসবাসকারীর যদি গাড়ী থাকে তাহলে কোয়ার্টারের গ্রাউন্ড ফ্লোরে গ্যারেজ থালি থাকা সাপেক্ষে জ্যোষ্ঠাতার ডিপিডে বরাদ্দ দেয়া যাবে। গ্যারেজ বরাদ্দের জন্য রেজিস্ট্রার বরাবর আবেদন করে অনুমতি নিতে হবে।
- (খ) একের অধিক গ্যারেজ কাউকে বরাদ্দ দেয়া যাবে না।
- (গ) ক্যাম্পাসের বাইরে বসবাসকারী শিক্ষক/কর্মকর্তা/কর্মচারীর জন্য গ্যারেজ বরাদ্দ দেয়া যাবে না।
- (ঘ) কোন শিক্ষক/কর্মকর্তা/কর্মচারীর গাড়ী না থাকা অবস্থায় গ্যারেজ বরাদ্দ/দখলে রাখতে পারবেন না।

ধারা-২৬। এ নীতিমালার কোন ধারাতে ব্যাখ্যার প্রয়োজন দেখা দিলে বিষয়টির সিদ্ধান্তের জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করতে হবে এবং কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হিসেবে পরিগণিত হবে।

ধারা-২৭। কর্তৃপক্ষ সময় সময় এ বিষয়ে যে সমস্ত আইন প্রয়োজন, পরিবর্তন বা সংযোজন করবেন তাও কার্যকরী বলে গণ্য হবে।

  
ডেপুটি রেজিস্ট্রার  
১৫/১/২২

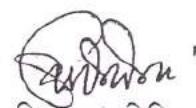
এস্টেট এন্ড হাউজিং শাখা,  
রেজিস্ট্রার দফতর ও সদস্য-  
সচিব, সংশ্লিষ্ট কমিটি,  
নোবিপ্রবি।

  
সভাপত্তি

অফিসার্স এসোসিয়েশন ও  
সদস্য, সংশ্লিষ্ট কমিটি,  
নোবিপ্রবি।

  
উপ-পরিচালক

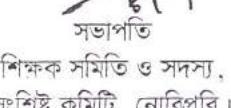
অডিট সেল ও সদস্য,  
সংশ্লিষ্ট কমিটি, নোবিপ্রবি।

  
পরিচালক (অতিরিক্ত  
দায়িত্ব)

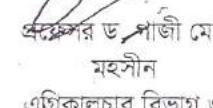
পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও  
ওয়ার্কস দফতর ও সদস্য,  
সংশ্লিষ্ট কমিটি, নোবিপ্রবি।

  
পরিচালক

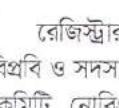
হিসাব (ভারপ্রাপ্ত) ও সদস্য,  
সংশ্লিষ্ট কমিটি, নোবিপ্রবি।

  
সভাপত্তি

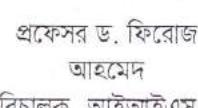
শিক্ষক সমিতি ও সদস্য,  
সংশ্লিষ্ট কমিটি, নোবিপ্রবি।

  
অফিসার ড. পার্জী মোঃ  
মহসীন

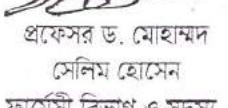
একাডেমিকালচার বিভাগ ও  
সদস্য, সংশ্লিষ্ট কমিটি,  
নোবিপ্রবি।

  
রেজিস্ট্রার

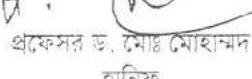
নোবিপ্রবি ও সদস্য, সংশ্লিষ্ট  
কমিটি, নোবিপ্রবি।

  
প্রফেসর ড. ফিরোজ  
আহমেদ

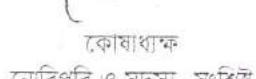
পরিচালক, আইআইএস, ও  
সদস্য, সংশ্লিষ্ট কমিটি,  
নোবিপ্রবি।

  
প্রফেসর ড. মোহাম্মদ  
সেলিম হোসেন

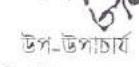
ফার্মেসী বিভাগ ও সদস্য,  
সংশ্লিষ্ট কমিটি, নোবিপ্রবি।

  
প্রফেসর ড. মোহাম্মদ  
হানিফ

ডিন, বিজ্ঞান অনুষদ ও  
সদস্য, সংশ্লিষ্ট কমিটি,  
নোবিপ্রবি।

  
কোষাধ্যক্ষ

নোবিপ্রবি ও সদস্য, সংশ্লিষ্ট  
কমিটি, নোবিপ্রবি।

  
টপ-টপশার্চার্য

নোবিপ্রবি ও আবায়ক,  
সংশ্লিষ্ট কমিটি, নোবিপ্রবি।